www.YaNabi.in

বর্তমান যুগে ঈমান আক্বিদা ও আমল কে মজবুত করার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি অবশ্যই পড়ুন–

১। কানযুল ঈমান ও নুরুল ইরফান (বাংলা)
২। কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান (বাংলা)
৩। বাহারে শরীয়াত (বাংলা)
৪। ক্বানুনে শরীয়াত (বাংলা)
৫। ফায়যানে সুন্নাত (বাংলা)
৬। জা'আল হক্ব (বাংলা)
৭। শানে হাবিবুর রহমান (বাংলা)
৮। সালতানাতে মুস্তাফা (বাংলা)
৯। ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ পত্রিকা (বাংলা)
১০। হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল (বাংলা)

উপরিলিখিত বইগুলি সহ মুফতী সাহেবের সমস্তবই পাওয়ার জন্য মুফতী সাহেবের সঙ্গে, অথবা নিম্নলিখিত স্থানে যোগাযোগ করুন–

ক) মুফতী বুক হাউস- ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
খ) আলীমপুর (চারগাছি) খানক্বাহ শরীফ- সাগরদিঘী, মুর্শিদাবাদ
গ) হাজী বুক ষ্টোর - গাড়ীঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ঘ) নুরী বুক ডিপো - গাড়ীঘাট মাদ্রাসা গেট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
ঙ) রেজবী বুক ডিপো - ভগবানগোলা ষ্টেশন রোড, মুর্শিদাবাদ।
চ) রেজা লাইব্রেরী - পাকুড়তলা, নলহাটি পশ্চিমবাজার, বীরভূম।
ছ) ইসলামিয়া লাইব্রেরী - কে.এন. রোড, (মানষিক হসপিটালের বিপরীতে) বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

বিঃ দ্রঃ– ভাষা ও মুদ্রণগত ত্রুটি মার্জনীয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাসুল প্রেম-ই আল্লাহ প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত

মুর্শিদ প্রেম-ই রাসুল প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত

নবী সম্রাট হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কী কী করেননি

যারা বলে যে, নবী যা করেন নি, আমরা তা করবোনা তাদের জবাবে।

ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুনাজিরে ইসলাম হজরাতুল আল্লাম
আল্‌হাজ মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী জঙ্গীপুরী
(এফ.ডি.এন., এম.এম., এম.এ., বি.এড)

সহকারী শিক্ষক ঃ–
নাইত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা
পোঃ– বাড়ালা, জেলা- মুর্শিদাবাদ

–ঃ প্রকাশক ঃ–
মওলানা ক্বারী মোঃ ইয়াকুব রেজা খুরশিদী
(এফ.ডি.এন.)
সাং- চন্দনবাটী, পোঃ- আহেরীপাড়া
থানা- সাগরদিঘী, জেলা - মুর্শিদাবাদ।
7797214736

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নবী সম্রাট হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কী কী করেননি

ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুনাজিরে ইসলাম হজরাতুল আল্লাম

আল্‌হাজ মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী জঙ্গীপুরী

(এফ.ডি.এন., এম.এম., এম.এ., বি.এড)

মোবাইল- 9434164314

প্রকাশক ঃ-

মওলানা ক্বারী মোঃ ইয়াকুব রেজা খুরশিদী

(এফ.ডি.এন.)

সাং- চন্দনবাটী, পোঃ- আহেরীপাড়া

থানা- সাগরদিঘী, জেলা - মুর্শিদাবাদ।

মোবাইল- 7797214736

সহযোগিতায়- এম. এস. আলী আখতারী রেজবী

প্রকাশ কাল ঃ-

১১ই জুলাই, ২০১৭ (প্রথম সংস্করণ)

হাদিয়া ঃ- ২০/-

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ- ২০০০

মুদ্রণে ঃ- বাসন্তী প্রেস, বালিঘাটা, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

মোঃ- -৯৬০৯০১৭৬৮৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নবী সম্রাট হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কী কী করেননি

(১) প্রিয় নবী হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কখনও কোনো দিন কোনো মৃত ব্যক্তি কে নিজ হাতে গোসল দেননি। যে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি মৃত ব্যাক্তিকে গোসল দিয়েছেন, তার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি গোসল দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম খঃ ৩৪৬ পৃঃ)

(২) নূরনবী হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কখনও কোনো দিন মুক্বীম অবস্থায় (অর্থাৎ স্বদেশ গায়ের মুসাফির থাকা কালীন) নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য কোনো আযান দেননি। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম খঃ ৪০৯ পৃঃ)

প্রকাশ থাকে যে, হুযুর আলাইহিস সালাম সফরে থাকাকালীন, কেবল মাত্র একবার যোহরের আযান নিজে দিয়েছেন। যে আযানে তিনি "আশহাদু আন্নী রাসুলুল্লাহ" বাক্য উচ্চারণ করেছেন। এতে প্রমান হলো যে, আযানের বাক্যের ধরণ নবীর আলাদা এবং উম্মাতের আলাদা। সুতরাং নবী ও উম্মাত বরাবর হতে পারে না। (ফাতাওয়া রেজবীয়া শরীফ ২য় খঃ ৩৮৭ পৃঃ)

বিঃ দ্রঃ- শহীদে আলীমাক্বাম হযরাত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু মদীনা শরীফে চতুর্থ হিজরীতে শাবান চাঁদের ৫ তারিখ যখন জন্মগ্রহন করেন, তখন হুযুর আলাইহিস

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সালাম তার কানে আযান পাঠ করেন। (খুতবাতে মুহররাম ৩২৯ পৃঃ)

(৩) বিশ্বনবী হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কখনও কোনো দিন মক্কা শরীফে থাকাকালীন ঈদের নামাজ পড়েননি এবং কুরবানীও করেন নি। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত এগুলির হুকুম নাযিল হয়নি। এগুলি মদীনা শরীফে ওয়াজিব হয়েছে। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ২য় খঃ ৩৭০ পৃঃ)

(৪) শ্রেষ্ঠ নবী হুযুর আলাইহিস সালামের সু-গন্ধ যুক্ত পবিত্র বগল মুবারকে কোনো পশম ছিল না। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ২য় খঃ ৮১ পৃঃ)
বিঃ দ্রঃ– সকল সাধারণ মানুষের ঐ স্থানে পশম থাকে, কিন্তু হুযুরের ছিলো না। এতে প্রমান হলো যে, হুযুর অ-সাধারণ তুলনাহীন মানুষ। তিনি মোটেই আমাদের মত মানুষ নন।

(৫) মহানবী হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কখনও কোনো দিন গরুর মাংস খেয়েছেন তার কোনো প্রমান নাই। তবে তিনি খেতে নিষেধ করেননি। তাই গো-মাংস খাওয়া অবশ্যই বৈধ। (আল-মালফুয শরীফ ১ম খঃ ১৪ পৃঃ)
বিঃ দ্রঃ– ১৫ই শাবান শবে বরাতের হালুওয়া, ১০ই মুহররাম আশুরার খিঁচুড়ী, ২২ শে রজব হযরাত ইমাম বাক্বারের ফাতিহার কুন্ডা, মিলাদ শরীফের শিরিনী, উর্স ইত্যাদির বিরয়ানী ইত্যাদি খাওয়ার কথা উঠলে-ই বিরোধীরা বলে থাকেন যে, এই গুলি কী হুযুর আলাই-হিস সালাম কখনও কোনো দিন খেয়েছেন? হুযুরের খাওয়ার প্রমান না থাকলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমরা খাবো কেন? এর জবাবে আমি বলতে চাই যে, হুজুর থেকে তো গো-মাংস খাওয়ার কোনো প্রমান নাই। তাহলে আপনারা এতো গো-মাংস গিলে হজম করেন কি করে? জবাব দিতে পারবেন? জেনে রেখে দিন, যেটা নিষেধ নয়, সেটাই জায়েজ। এটাই হচ্ছে ইসলামের বিধান।

(৬) শেষ নবী হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র বাহ্যিক যামানায় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীসহ যেনার (ব্যভিচারের) কোনো প্রমান পাওয়া যায়নি। (আলা-মালফুয শরীফ ১ম খঃ ৬৬ পৃঃ)

(৭) সর্বজনীন নবী হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র বাহ্যিক যামানায় তথা সাহাবায়ে কেরামের যামানায় পবিত্র কোরআন শরীফে ৩০টি পারার কথা উল্লেখ ছিল না। পবিত্র কোরআন কে ৩০পারাতে বিভক্ত পরে করা হয়েছে। (আলা-মালফুয শরীফ ১ম খঃ ৮১ পৃঃ)
বিঃ দ্রঃ– এতে প্রমান হলো যে, যে জিনিস হুযুর আলাইহিস সালাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুমদের যামানায় ছিল না, সেটা যদি শরীয়াত ও সুন্নাতের পরিপন্থী না হয়। তাহলে সেটা অবশ্যই জায়েজ।

সুতরাং মিলাদ, ক্বেয়াম, দরুদ, সালাম, উরুস-ফাতিহা জুলুস ইত্যাদি ক্বোরুনে সালাসাতে না হলেও জায়েজ হবে। কারন এইগুলি শা'রা ও সুন্নাতের পরিপন্থী নয়।

(৮) হায়াতুন নবী হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কখনও কোনো দিন কোনো ভিক্ষুক কে কিছু দিতে অস্বীকার করেননি। (মিরকাত শারহে মিশকাত ৪র্থ খঃ ২৩৯ পৃঃ)

আ'লা হযরাত আলাইহির রহমা বলেন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

"ওয়াহ কিয়া জুদো কারাম হায় শাহে বাতহা তেরা
নাহী শুনতা হী নাহী মাঙ্গনেওয়ালা তেরা"
ইমামুল কালাম আরো বলেন
"হাম ভিখারী ওহ্ কারীম উনকা খোদা উনসে ফোয়ুঁ
আওর না কাহনা নাহী আদাত রাসুলুল্লাহ কী"

(৯) আল্আমীন আসস্বাদিক্ব মুস্তাফা হুযুর আলাইহিস সালামের ইন্তেক্বালের পর বর্তমানে প্রচলিত, ইমাম সহ জামাত সহকারে জানাযার নামাজ পড়া হয়নি। বরং হুযুর পাকের দেহ মুবারক হুজরা শরীফে রাখা ছিল। আর মানুষ দলে দলে এসেছেন এবং দরুদ ও সালাম পড়ে যিয়ারত করেছেন। (অধিকাংশ ওলামায়ে আহলে সুন্নাত অ-জামাতের এটাই মত) দেখুন-তাযকেরাতুল আম্বিয়া উরদু ৬৩৪ পৃঃ)

(১০) গায়েবের সংবাদ দাতা নবী হুযুর আলাইহিস সালামের উপর ঈমান আনা এবং তাঁর ধর্মকে সাহায্য করার ব্যাপারে সমস্ত নবী, রাসুল এবং মুরসালগনের নিকট অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য কারোর ব্যাপারে এ প্রকার কোনো অঙ্গীকার হুযুরের নিকট নেওয়া হয়নি। (তাফসীরে নাঈমী ৩য় খঃ ৭৫৪ পৃঃ)

(১১) রহমাতুল্লিল আলামীন নবী হুযুর আলাইহিস সালাম, পায়জামা পছন্দ করেছেন এবং ক্রয়ও করেছেন, তার প্রমান পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কোনো দিন কখনও পরেননি। বরং তিনি সারাটি জীবন লুঙ্গী মুবারকই ব্যবহার করেছেন। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৪র্থ খঃ ৩০৪ পৃঃ)
বি ঃ দ্রঃ- বাহাত্তরটি বাতিল ও বেদআতী ফেরক্বা মুখে বুলি আওড়ায় যে, হুযুর আলাইহিস সালাম যা করেননি, আমরা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তা করবোনা। তাই যদি হয়, তাহলে তারা পায়জামা পারেন কোন লজ্জায়?

(১২) শাফীউল মুযনেবীন নবী হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কখনও কোনো দিন কারো আতর বা সুগন্ধী ফেরৎ দিতেন না। বরং তিনি তোহফা হিসাবে তা কবুল করে নিতেন। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৪র্থ খঃ ৩৫২ পৃঃ)

(১৩) দয়ার সাগর নবী হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কখনও কোনো দিন স্ত্রীদের কে প্রহর করেননি। তাঁর সকল স্ত্রীগনই ছিলেন অত্যন্ত ঈমানদার, দ্বীনদার, নেককার ও পরহেযগার। আর আমাদের নবীও ছিলেন দয়ার অবতার করুণার ভান্ডার সর্ব শ্রেষ্ঠ পায়গাম্বার। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসবীহ ৫ম খঃ ১০০ পৃঃ)

(১৪) ইমামুল আম্বিয়া হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কখনও কোনো দিন কাঁচা রসুন খাননি। কারণ এতে মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। ফেরেশ্তাগন দুর্গন্ধ থাকলে আসেননা। আর হুযুর পাক হরহামেশায় ফেরেশ্তাগণের সাথে কথা বলতেন। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৬ম খঃ ২৫ পৃঃ)

(১৫) ইমামুল মুরসালীন নবী হুযুর আলাইহিস সালামের সন্তুষ্টির কারণে-ই উম্মাহাতুল মুমিনীন (হুযুরের স্ত্রীগণ) কখনও কোনো দিন হাতে মেহেন্দী লাগাতেন না। তার কারণ হলো, হুযুর এটা পছন্দ করতেন না। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৬ম খঃ ১৭৪ পৃঃ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(১৬) খাতিমুল আম্বিয়া নবী হুযুর আলাইহিস সালাম সহ সকল নবী-রাসুল (আলাইহিমুসসালাম) গণ হাই উঠা (হামি) এবং সপ্নদোষ হওয়া থেকে পূতঃপবিত্র ছিলেন। কারণ এগুলি অলসতা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে হয়। আর তাঁরা অলসতা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে পবিত্র। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৬ম খঃ ৩৯২ পৃঃ)
বিঃ দ্রঃ- হাদীস শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব "মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ" ৮০ পৃঃ "মহিলারাও কি পুরুষদের মত সপ্ন দেখে" নামক বয়ানে, একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় ৬নং টিকায় বলা হয়েছে যে, নবী রাসুলদিগের ন্যায় তাঁদের স্ত্রীগণও সপ্নদোষ হতে পবিত্র।

(১৭) মালিক ও মুখতার নবী হুযুর আলাইহিস সালাম, কখনও কোনো দিন স্বরবে হাসতেননা। বরং তার পবিত্র হাঁসি ছিল সদয় মুচকী হাঁসি। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৬ম খঃ ৪০২ পৃঃ)

আ'লা হযরাত ইরশাদ করেন।

"জিস কী তাসকী সে রোতে হুয়ে হাঁস পাড়ে
উস তাবাসসুম কী আদাত পে লাখো সালাম"

(১৮) আক্বা ও মওলা নবী হুযুর আলাইহিস সালামের নেকী ক্বিয়ামতের দিন ওজন করার মতো কোনো তারাজু তৈরী-ই হয়নি। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৭ম খঃ ৩৯৬পৃঃ)

(১৯) সাহেব কাওসার নবী হুযুর আলাইহিস সালামের কমবেশী ১৪০০ নাম মুবারাক। তারমধ্যে কোনো নাম-ই ইসমে জামিদ..... নয়। বরং তাঁর সমস্ত নাম-ই হচ্ছে ইসমে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুশতাক্ব.....। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৪১ পৃঃ)

(২০) সাহেবে শারীয়াত নবী হুযুর আলাইহিস সালামের উপর যাকাত ফরয ছিল না। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৪১ পৃঃ)
বিঃ দ্রঃ- ইসলামের আরকান হুযুরের ধনী উম্মাতের জন্য ৫টি। গরীব উম্মাতের জন্য ৩টি। আর হুযুরের জন্য ৪টি। এতে প্রমান হলো যে, ইসলামের আরকানের দিক থেকেও হুযুর এবং উম্মাতের হুকুম আলাদা আলাদা। অতএব হুযুর অন্য কারোর মত নন।

(২১) খালীফাতুল্লাহিল আকবার হুযুর আলাইহিস সালাম কোনো প্রতিভা গুনাবলী ইত্যাদি পৃথিবীর কারো নিকট শিখেননি। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৭৮ পৃঃ)

(২২) খালীফাতুল্লাহিল আযাম হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র পোষাকে এবং শরীর মুবারাকে জীবনে কখনও কোনোদিন উকুন থাকতে দেখা যায়নি। তাছাড়া মাছিও হুযুরকে কোনো দিন বিরক্ত করেনি। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৭৮ পৃঃ)

(২৩) মাকীনে লা মাকান নবী হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কখনো কোনো দিন কোনো খেলা খেলেননি। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৭৮ পৃঃ)

(২৪) নিশানে বে-নিশান নবী হুযুর আলাইহিস সালামের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পূর্বে কখনও কোনো দিন কেউ মিথ্যা নবুয়াতের দাবী করেনি। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ১৩৪ পৃঃ)

(২৫) জামালে আশেকান নবী হুযুর আলাইহিস সালামের পূর্ণ ও আসল সুন্দর্য্য যথাযোগ্য কাউকে কখনও কোনো দিন দেখানো হয়নি। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ১৪৯ পৃঃ)

(২৬) খেয়ালে আরেফান হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কখনও কোনো দিন সন্দেহ যুক্ত কোনো জিনিস খাননি। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ২৬৪ পৃঃ)

(২৭) ফাখরে মাউজুদাত নবী হুযুর আলাইহিস সালামের নিদ্রা অযু নষ্ট করতে পারে না। তাদের ইন্তেকালে বিবাহ ভঙ্গ হয় না। এবং শহীদগণের মরণ তাঁদের গোসল নষ্ট করতে পারে না। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৩০৬ পৃঃ)

(২৮) মালিকে কুল নবী হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র বাড়িতে কখনও কোনো দিন কোনো ফেরেশ্তা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেননি। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৩০৯ পৃঃ)

(২৯) যিন্দা নবী হুযুর আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পর তাঁর ত্যক্ত সম্পত্তি না বন্টন যোগ্য না তাতে ওসিয়াত জায়েজ। তার কারন তিনি হায়াতুন্নাবী (মিরয়াতুল মানাজীহ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৩১২ পৃঃ)
আ'লা হযরাত বলেন

"তু যিন্দা হ্যায় ওয়াল্লাহ তু যিন্দা হ্যায় ওয়াল্লাহ
মেরে চাশমে আলাম সে ছুপ জানে ওয়ালে"

(৩০) ইমামুল মুত্তাক্বীন হুযুর আলাইহিস সালামের কোনো সাহাবী ফাসেক্ব ছিলেন না। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৩৩৪ পৃঃ)

(৩১) ইমামুল মুত্তাহিরীন নবী হুযুর আলাইহিস সালামের বংশধর হযরাত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হযরাত আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকলে-ই সমস্ত প্রকার কুফর শিরক এবং যেনা ইত্যাদি থেকে পূতঃপবিত্র ছিলেন। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৩ পৃঃ)

(৩২) ইমামুল মুত্তাহিরীন নবী হুযুর আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পর হযরাত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহার অস্থিরতা নুহা (না জায়েজ কান্না) ছিল না। বরং সেটা ছিল এক ধরনের ইবাদাত। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ২৯১পৃঃ)

(৩৩) ইমামুল ক্বিবলাতাইন নবী হুযুর আলাইহিস সালামের সাথে হিজরত কালে "গারে সাওর" এর ভিতর হযরাত আবু বাকার সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু নিজের জন্য ভয় করেননি। বরং তিনি হুযুরের জন্য ভয় করেছিলেন। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ১৬২ পৃঃ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(৩৪) শাহানশাহে দো আলাম নবী হুযুর আলাইহিস সালামের পর পৃথিবীতে আর কোনো নতুন নবী আসবেন না। হযরাত ঈসা আলাইহিস সালাম ক্বিয়ামতের পূর্বে নবুয়াতের মর্যাদা নিয়ে আসবেন না। বরং তিনি হুযুরের উম্মাত হয়ে আসবেন। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৭ পৃঃ)

(৩৫) মাখদুমুল কুল হুযুর আলাইহিস সালামের খিদমতে কখনও কোনো দিন কোনো ফেরেশ্তা মহিলার রূপ ধারণ করে আসেননি। তবে হ্যাঁ যুবকের রূপ ধারণ করে কেবলমাত্র ১বার এসেছিলেন। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৩৩৪ পৃঃ)

(৩৬) যুন্নুরাইন হযরাত উসমান গনী রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু ছাড়া পৃথিবীতে কখনও কোনো দিন কারো বিবাহে নবীর দুই জন কন্যা আসেননি। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৪০৫ পৃঃ)

(৩৭) সায়্যাহে লা মাকান নবী হুযুর আলাইহিস সালামের থুথু মোবারকের বরকাতে শেরে খোদা হযরাত মওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু কে শীতকালে ঠান্ডা লাগতনা এবং গ্রীষ্মকালে তাকে গরম লাগতনা। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৪১৭ পৃঃ)

(৩৮) তৃতীয় খলীফা হযরাত উসমানগনী রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর অতিরিক্ত লজ্জা থাকার কারণে ক্বিয়ামতের দিন তার কোনো হিসাব হবে না। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৩৯৪ পৃঃ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(৩৯) পৃথিবীর কোনো মানুষই অবয়বে হুবহু হুযুর আলাইহিস সালামের মতো হতে পারেনা। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৪৮০ পৃঃ)

(৪০) হাযির-নাযির নবীর হুযুর আলাইহিস সালামের কোনো সাহাবী পিপিলিকার উপরেও জুলুম করেননি। (মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৮ম খঃ ৫৫৬ পৃঃ)

(৪১) ইমামুল মা'সুমীন নবী হুযুর আলাইহিস সালাম নিস্পাপ (মা'সুম) ছিলেন। কোনো প্রকারের গুনাহ (পাপ) তাঁর দ্বারা হয়নি। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ১ম খঃ ২৭৬ পৃঃ)

(৪২) জগৎ গুরু নবী হুযুর আলাইহিস সালামের সমস্ত বিবিগণ হুযুরের সাথে বিবাহের পূর্বে ও পরে ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ প্রকার স্বপ্ন থেকে পূতঃপবিত্র ছিলেন যে স্বপ্নে গোসল ফরয হয়। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ১ম খঃ ৪৪০ পৃঃ)

(৪৩) একটি মসলা- সাধারণ পানি থাকা অবস্থায় যমযম পানিতে ওযু করা ঠিক নয়। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ১ম খঃ ৪৫৪ পৃঃ)

(৪৪) একটি মসলা- প্রস্রাব করার সময় অথবা ধোওয়ার সময় ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা নিষেধ। অর্থাৎ মাকরুহ তানযিহী। যদি ডান হাত দ্বারা ধৌত করে তবুও পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে। তবে যদি বাম হাতে কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে অবশ্য নিষেধ নয়। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ১ম খঃ ৪৭৯ পৃঃ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(৪৫) একটি মসলা- হাড় এবং গোবর ইত্যাদি দিয়ে কুলুখ নেওয়া নিষেধ। কারণ এগুলি জিনেদের খোরাক। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ১ম খঃ ৪৮০ পৃঃ)

(৪৬) একটি মসলা- শুধু মহিলাদের মজলিসে গিয়ে কোনো পুরুষ ব্যক্তির বক্তব্য রাখা জায়েজ নয়।

(৪৭) একটি মসলা- স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্বামীর কোনো সম্পদ দান করা স্ত্রীর জন্য জায়েজ নয়। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ১ম খঃ ৩৮৮ পৃঃ)

(৪৮) একটি মসলা- নবী রসুল (আলাইহিসমুসসালাম) গনের ঘুম ওযু নষ্ট করতে পারেনা। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ১ম খঃ ৪৫০ পৃঃ)

(৪৯) একটি মসলা- নামাজের ভিতরে ঘুম চলে এলে তাতে ওযু নষ্ট হবে না। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ২য় খঃ ৯৪ পৃঃ)

(৫০) একটি মসলা- হুযুর আলাইহিস সালামের সাথে কথা বার্তা বললে নামাজ ভঙ্গ হয় না। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ২য় খঃ ৩৯৫ পৃঃ)

(৫১) একটি মসলা- দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানাহার করা নিষেধ। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ৪থ খঃ ৩৪৬ পৃঃ)

(৫২) আলিমে গায়েব নবী হুযুর আক্বদাস মদীনা শরীফে হযরত উম্মে সোলাইম রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহার বাড়ি ছাড়া আর অন্য কারো বাড়ি খুব কম যেতেন। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ৬ম খঃ ১৮৯ পৃঃ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(৫৩) নূরুন আলা নূর নবী হুযুর আলাইহিস সালাম কখনও কোনো দিন কোন খাদ্য দ্রব্যে দোষ বের করতেন না। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ৭ম খঃ ৪২ পৃঃ)

(৫৪) আমাদের প্রভূ নবী হুযুর আলাইহিস সালাম কখনও কখনও শুধু জায়েজ প্রমান করার জন্য মাথা ও দাড়ি মুবারকের সাদা চুল মুবারকে হলুদ রং লাগাতেন। ইহা ছাড়া তিনি আর কখনও অন্য কোনো রং দিয়ে চুল মুবারক কালার করেননি। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ৭ম খঃ ৩৭ পৃঃ)

(৫৫) মানুষের শরীরে রিঢ় নামক একটি বিশেষ হাড় আছে। যেটা মাটিতে গলবে না ও পচবে না। কিয়ামতের দিন, তার উপর ভিত্তি করে মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ৭ম খঃ ৫৫৩ পৃঃ)

(৫৬) একটি মসলা- ইসলামের প্রথম যুগে কুরবানীর মাংস তিন দিনের বেশী রাখার অনুমতি ছিল না। পরবর্তীতে যখন ব্যাপক স্বচ্ছলতা চলে এলো তখন থেকে এই নিষেধ আর রইল না। সুতরাং এখন তিন দিনের বেশী রাখার অনুমতি আছে। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ৭ম খঃ ২৭৫ পৃঃ)

(৫৭) জান্নাতের মালিক নবী হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র বাড়িতে কখনও কখনও এক মাস পর্যন্তও চুলায় আগুন জ্বলত না। শুধু পানি ও খেজুর দ্বারা দিন রাত কাটত। (সুবহানাল্লাহ) (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ৯ম খঃ ১৮ পৃঃ)

আ'লা হযরাত বলেন–

"কুল জাহাঁ মিলক আওর জাও কি রোটি গেযা
উস শেকাম কি ক্বানাআত পেলাখোঁ সালাম"

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(৫৮) হুযুর আলাইহিস সালাম হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহা ব্যতিত অন্য আর কোনো কুমারী মহিলা কে বিবাহ করেননি। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ৮ম খঃ ৩২ পৃঃ)

(৫৯) হুযুর আলাইহিস সালাম ততক্ষন পর্যন্ত কোনো খাবার খেতেন না যতক্ষন পর্যন্ত ঐ খাবারের নাম এবং কি খাবার জেনে না নিতেন। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ৮ম খঃ ১৬২ পৃঃ)

(৬০) হুযুর আলাইহিস সালাম কখনও কোনো দিন খুব পাতলা এবং নরম রুটি খাননি। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ৮ম খঃ ১৬০ পৃঃ)

(৬১) হুযুর আলাইহিস সালাম ছোট ছোট পিয়ালায় কিছু খাননি। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ৮ম খঃ ১৬১ পৃঃ)

(৬২) হুযুর আলাইহিস সালাম কখনও কোনো দিন হেলান লাগিয়ে খেতেন না। (নুযহাতুল ক্বারী শারহে বোখারী ৮ম খঃ ১৬৬ পৃঃ)

(৬৩) হুযুর আলাইহিস সালামের ইন্তোকালের পর হযরত ফাতিমাতুযযোহরা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহা যতদিন এই দুনিয়ায় ছিলেন (আনুমানিক ৬মাস) ততো দিন তাঁকে কেউ হাঁসতে দেখেননি। তিনি অধিকাংশ সময়ই আব্বাজান আব্বাজান বলে কান্না করতেন। (তাযকেরাতুল আম্বীয়া ৬৩১ পৃঃ)

(৬৪) হুযুর আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের রাতে হুযুরের বাড়ির প্রদীপে তেল ছিলনা। সুবহানাল্লাহ (তাযকেরাতুল আম্বীয়া ৬২৬১ পৃঃ) কোনো কবি বলেছেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

"মালিকে কাওনাইন হ্যাঁয় গো পাস কুছ রাখতে নাহি
দো জাহাঁ কি নিয়ামাতেঁ হ্যাঁয় উনকে খালি হাত মে"

(৬৫) আল্লাহ রব্বুল ইযযাত অল জালাল কে পাওয়ার জন্য সকলকে-ই ওসীলাহ ধরতে হবে। কিন্তু হুযুর আলাইহিস সালাম যেহেতু নিজে-ই স্বয়ং ওসীলাহ। সেহেতু খোদা পর্যন্ত পৌছানোর জন্য হুযুরের ওসীলাহ ধরার কোনো প্রয়োজন নাই। একমাত্র তিনি-ই ওসীলাহ ছাড়া রব পর্যন্ত পৌছতে পারবেন। (মালফুয শরীফ ২য় খঃ ৫৯ পৃঃ)

(৬৬) খাতুনে জান্নাত হযরাত ফাতিমাতুয যোহরা রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহার রূহ মুবারাক মালাকুল মউত হযরত ইযরাইল আলাইহিস সালাম কবয করেননি। বরং স্বয়ং আল্লাহ পাক কবয করেছেন। (তাফসীরে রূহুল বায়ান ৩য় খঃ ৪০৩ পৃঃ)

(৬৭) কমবেশী এক লক্ষ ২৫ হাজার সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরাত জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর নাম ছাড়া আর কারো নাম কোরআন শরীফে উল্লেখ নাই।
দেখুন– আল কোরআন ২২ পারা
সুরা আল আহযাব আয়াত নং-৩৭

(৬৮) হযরাত ঈসা আলাইহিস সালামের জননী হযরাত মরিয়ম রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহার নাম ছাড়া অন্য কোনো মহিলার নাম কোরআন শরীফে উল্লেখ নাই। (১৬ পারা সুরায়ে মরিয়ম)

(৬৯) রমযান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসের নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি। (আল-কোরআন ২য় পারা সুরা আল বাক্বারা আয়াত নং- ১৮৫)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(৭০) হুযুর আলাইহিস সালামের পূর্ণ রূপ সুন্দর্য্য দেখার মত শক্তি কাউকে দেওয়া হয়নি। আলা-বুরহান পৃঃ ৭০।

(৭১) হুযুর আলাইহিস সালাম্ ব্যতিত জাগ্রত অবস্থায় চর্মচোখে সরাসরি আল্লাহপাক কে কেউ দেখেননি। (মিশকাত শরীফ ৬৯ পৃঃ)
আ'লা হযরাত বলেন-

"আওর কোয়ী গায়েব কিয়া তুমসে নেহা হো ভালা
যাব না খোদা হী ছুপা তুম পে কারোড়োঁ দরুদ"

(৭২) হুযুর আলাইহিস সালামের খাতনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তার কারণ হল হুযুর সহ মোট ১৪জন নবী জন্মগত খাৎনা হওয়া জন্য গ্রহন করেন। (আল-বুরহান ৩৯৩ পৃঃ)

(৭৩) জগতের কেউ হুযুর আলাইহিস সালামের লজ্জাস্থান দেখতে পাইনি। (আল-বুরহান ৩৯৩ পৃঃ)

(৭৪) হুযুর আলাইহিস সালামের জন্মের পর নাড়ি কাটার প্রয়োজন হয়নি। জন্মগত ভাবেই সেটা কাটাই ছিল। (আল-বুরহান ৩৯৩ পৃঃ)

শেরে খোদা মওলা আলী কাররামাল্লাহু তা'লা ওয়াজহাহু হতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর আলাইহিস সালাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার লজ্জা স্থান দেখবে সে অন্ধ হয়ে যাবে। (খাসায়েসে কুবরা ২য় খঃ ২৭৩ পৃঃ)

(৭৫) হযরাত সিদ্দীক্বে আকবার রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহু জীবনে কখনও কোনো দিন মুর্ত্তিকে সাজদা করেননি এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষন করেননি। (মালফুয শরীফ ১ম খঃ ৭পৃঃ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী সাহেবের কলমে প্রকাশিত পুস্তকাদি

১। আল্লাহর রহমত ও বিসমিল্লাহর ফযিলত।
২। ১৮টি সহি দলিলসহ রেজবী ক্বেয়াম।
৩। গানের সুরে গজল পড়া জায়েজ কিনা? উত্তরসহ– রেজবী গজল।
৪। ১১১টি প্রশ্নোত্তরে আ'লা হযরাত পরিচিতি।
৫। আত্ত্বাম্বিহ (উর্দু ভাষায়)।
৬। ক্বাদেরী রেজবী সিলসিলার (উর্দু শাজরার বঙ্গানুবাদ)।
৭। নাক্বশেবান্দী সিলসিলার (উর্দু শাজরার বঙ্গানুবাদ)।
৮। যাদের পাটা যাদের নোড়া, তাদেরই ভাঙ্গল দাঁতের গোড়া
৯। .....ক্বদম চুম্বন জায়েজ কিনা।
১০। .....হুযুর আলাইহিস সালাম জীবনে কী কী করেননি।
১১। .....তওবা করা ফরজ।
১২। চিশতিয়া আবুল উলাইয়া (উরদু শাজরার বঙ্গানুবাদ)

বিজ্ঞাপন সমূহ

১। কবরে আযান জায়েজ কিনা?
২। এক্বামতের সময় বসা সুন্নাত
৩। আনন্দ সংবাদ
৪। সত্যের সন্ধান ও খুৎবার আযান
৫। যদি কেহ বলেন
৬। আপনি বিভ্রান্ত হবেন কেন?
৭। শা'বান চাঁদে শবে-বারাত ও নফলী এবাদাত
৮। মাহে রমযানের ফযিলত ও শবে-ক্বদরের নফলী এবাদত
৯। তোহফায়ে ঈমানী বা মাসায়েলে কুরবানী
১০। রাসুল সম্রাট বিশ্ব নবী জীবনে কী কী করেন নি
১১। হাদীসে রাসুলে আরাবী ও ২০ রাকাত তারাবী
১২। ক্বোরআন হাদীসের অপ-ব্যাখ্যার জবাব

www.YaNabi.in